প্রথম আলো

তারিখ 06 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মের অভিযোগ

নিয়োগ স্থগিত করল ইউজিসি

নিজস্ব প্রতিবেদক ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

অনিয়মের অভিযোগে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের নিয়োগ কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখতে বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গতকাল বুধবার এ নির্দেশনা ফ্যাক্সযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অর্থ-বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে। জানতে চাইলে ইউজিসির অতিরিক্ত পরিচালক (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়) ফেরদৌস জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, উপাচার্যের বিরুদ্ধে নিয়োগ নিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠায় এ বিষয়ে তদন্তকাজ শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশনা বহাল থাকবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে উপাচার্যকে এর দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, গত মঙ্গলবার এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং গতকাল তা ফ্যাক্স করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মোট ২৮৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু বিজ্ঞপ্তির পর থেকেই উপাচার্য মো. রফিকুল হকের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ আনেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম' এবং আরও কয়েকজন শিক্ষক। এ ছাড়া ইউজিসিকে নিয়োগ স্থগিত রাখতেও একটি পত্র দেয় ওই সংগঠন ও অভিযোগকারী শিক্ষকেরা। এরপর থেকেই নিয়োগ-প্রক্রিয়া স্থগিত ছিল।

> বিজ্ঞপ্তির পর থেকেই উপাচার্য মো. রফিকুল হকের বিরুদ্ধে নিয়োগ-বাণিজ্যের অভিযোগ আনেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম

তবে গত রোববার ওই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। সোমবার নিয়োগপত্র হাতে পান প্রার্থীরা। ওই নিয়োগে অর্থ-বাণিজ্যের অভিযোগ এনে সোমবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারের বাসায় হামলা করেন কিছু নিয়োগপ্রার্থী।

পরে নিয়োগপত্র পাওয়া ব্যক্তিরা যোগদানের জন্য গেলে যোগদানপত্র গ্রহণ করেনি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। কৃষিতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, পোলট্রি বিজ্ঞান, যন্ত্র প্রকৌশল শাখা, বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং শাহজালাল হলে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের যোগদান করতে দেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে কর্মচারী নিয়োগে অর্থ-বাণিজ্যের অভিযোগ এনে প্রশাসন ভবন, ছাত্রবিষয়ক বিভাগ ও প্রক্টর কার্যালয়ে মঙ্গলবার থেকে দফায় দফায় মহড়া দেন ছাত্রলীগের কর্মীরা। এ রকম পরিস্থিতিতে ইউজিসির এ নির্দেশ এল।

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন পরেশচন্দ্র মোদক *প্রথম আলোকে* বলেন, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধানের সুপারিশ ছাড়া একজন কর্মচারীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁকে কর্মস্থলে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি।

এ নিয়োগ নিয়ে গতকাল বেলা সাড়ে তিনটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের একটি মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক বিভাগ ও প্রক্টর কার্যালয়ের দিকে যায়। পরে তারা ওই ভবনের নিচতলার প্রধান ফটকে তালা দেয়।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য উপাচার্যের মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। পরে টিঅ্যান্ডটি নম্বরে বাসায় ফোন করলে অপর প্রান্ত থেকে জানানো হয়, উপাচার্য সভায় ব্যস্ত আছেন, পরে ফোন করতে হবে।